

স্কুলের ওপর চাপ কমাতে বরিশালে পৃথক পরীক্ষা কেন্দ্রের সুপারিশ

■ সালেহ টিটু, বরিশাল অফিস

বছরে তিনটি পাবলিক পরীক্ষা এবং সাধারণ ও মাধ্যমিক ছুটির কারণে ৩৬৫ দিনের মধ্যে স্কুলের শিক্ষার্থীরা মাত্র ১৬২ দিন ক্লাস পাচ্ছে। ২০০ দিন তাদের ক্লাস বন্ধ থাকছে। এর মধ্যে রয়েছে এটি স্কুল পরীক্ষা। এতে করে স্কুলগুলোয় সিলেবাস শেষ করতে শিক্ষার্থীদের ওপর চাপ বাড়ছে। এমনতর পরিস্থিতিতে বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ একাধিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা পৃথক পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ার সুপারিশ করেছেন। যাতে করে স্কুলগুলোতে নিয়মিত ক্লাস নিতে সিলেবাস শেষ করা সম্ভব হয়।

বিপত্ত বহরগুলোতে বরিশালসহ দেশের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে ৩৬ একটি মাত্র পাবলিক পরীক্ষা (এসএসসি) অনুষ্ঠিত হতো। বর্তমান সরকার কর্তায়

আমার পর লেখাপড়ার মান উন্নয়নে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীতে সমাপনী পরীক্ষা নেয়া শুরু হয়। সেক্ষেত্রে মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে এখন ৩টি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে

বছরে ২০০ দিন ছুটি

এসএসসি পরীক্ষা। এজন্য কেন্দ্রভুক্ত স্কুলগুলো ১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত বন্ধ রাখা হয়। এরপর আগামী নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত হবে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষা। এ দুটি পরীক্ষা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রভুক্ত স্কুলগুলোকে গড়ে ৪০ দিন বন্ধ রাখা হবে। তার মধ্যে ৩টি পাবলিক পরীক্ষা

অনুষ্ঠানের পূর্বে স্কুলগুলোতে প্রাক-নির্বাচনী এবং নির্বাচনী পরীক্ষা নিতে হয়। এছাড়া রয়েছে তৃতীয়, চতুর্থ এবং ষষ্ঠ, সপ্তম ও নবম শ্রেণীর ৩টি পরীক্ষা। এই সব পরীক্ষার জন্য স্কুলগুলোতে ক্লাস বন্ধ না বললেই চলে। উপরন্তু রয়েছে বছরে ৮৫ দিন সাধারণ ছুটি।

বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. বিমল কৃষ্ণ মহম্মদের ইতিফাককে জানান, ছুটি কমিয়ে ক্লাস বাড়াতে হলে উপজেলা থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত পৃথক পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ক্লাস নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় পাবে শিক্ষকরা। বরিশাল সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের এডান শিক্ষক ইউসুফ আলী হাওলাদারসহ একাধিক প্রধান শিক্ষকের অভিমত ৩টি পাবলিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের জন্য পৃথক পরীক্ষা কেন্দ্র গড়ে তোলার বিকল্প নেই।